সা ত দি ন

১৭ জুন : চাঞ্চল্যকর রুবেল হত্যা মামলার রায়ে আদালত ডিবি পুলিশের ১৩ জন সদস্যকে যাবজ্জীবন এবং সহায়তাকারী মুকুলী বেগমকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে।

রাঙ্গামাটিতে যাত্রীবাহী একটি বাস পাহাড়ি খাদে পড়ে ৮ যাত্রী নিহত ও প্রায় ১৮ জন আহত হয়েছে।

রপ্তানিমুখী নিটওয়্যার টেরিটাওয়েল ও স্থানীয় বস্ত্রনির্ভর পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকদের বকেয়া বিকল্প নগদ সহায়তা প্রদান। ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে সুতা আমদানির ওপর সব রকম বিধিনিষেধ প্রত্যাহার এবং অন্যান্য দাবিতে পদযাত্রা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

১৮ জুন : শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সম্পর্কে মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদে একটি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় চাঞ্চল্যকর গৃহবধূ মিনুআরা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার রায়ে স্বামীসহ ৬ ব্যক্তির ফাঁসির আদেশ।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ড. নীলিমা ইব্রাহিম বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন।

১৯ জুন : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিএনপি সংসদীয় দলের সভায় অধিকাংশ বক্তা অবিলম্বে প্রেসিডেন্টের অপসারণ দাবি করেছেন।

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আগাম ডিটেনশনপ্রাপ্ত ও নির্বাচিত দুই ওয়ার্ড কমিশনারকে নগর ভবনের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নিরাপত্তা হেফাজতের নামে কোনো নারী, শিশু ও কিশোরকে কারাগারে না পাঠানোর জন্য এক আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

২০ জুন : বিএনপি সংসদীয় দলের দু'দিনব্যাপী সভা শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে পদত্যাগের আহ্বান জানানো হয়।

প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সংসদে যোগদানের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

রাজধানীতে ২টি নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও দু'টি অপমৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

সনি হত্যাকাণ্ডসহ নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমব্যথী নারী সমাজ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক নাগরিক সভা ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

২১ জুন : বিএনপি সংসদীয় দলের সিদ্ধান্তে প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগের পর সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্পিকার ব্যারিস্টার জমিরউদ্দীন সরকার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও তার মাজার সম্পর্কে শেখ হাসিনার কটাক্ষের প্রতিবাদে বিএনপি রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১তম সিনেট অধিবেশনে আওয়ামীপন্থিরা ভিসির ভাষণ বর্জন করে এবং উভয় গ্রুপে ব্যাপক বাকবিতণ্ডা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

পদত্যাগ রাজনীতির নেপথ্যে

বিএনপি'র সংসদীয় কমিটির হুমকির মুখে পদত্যাগ করলেন রাষ্ট্রপতি। পূর্বে অপসারিত হলেন সেনাপ্রধান। বিএনপি'র ভেতর থেকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার দাবি উঠেছে। প্রায় নয় মাস সংসদের বাইরে থাকার পর আওয়ামী লীগ হঠাৎ করেই সংসদের যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সার্বিক ঘটনা দেশের রাজনীতিতে নতুন মোড় নিয়েছে। এগিয়ে যাচ্ছে আরো নাটকীয় ঘটনার দিকে... লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

দলের চাপে মাত্র সাত মাসের মাথায় আকস্মিকভাবেই রাষ্ট্রপ্রতি ডা: একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী পদত্যাগ করলেন। দেশের রাজনীতির ইতিহাসে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির আকস্মিক পদত্যাগ বিস্ময়কর ঘটনা। ডা: বদরুদ্দোজা চৌধুরীর পদত্যাগে জোট সরকারের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আরো প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে। প্রকাশ্য হয়ে উঠেছে ক্ষমতার টানাপোড়নের দ্বন্দ্বের তীব্রতা। দেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার কাঠামো ও সংসদীয় গণতন্ত্র হয়ে পড়েছে প্রশ্নের সম্মুখীন। দেশের সংবিধান বিশেষজ্ঞরা রাষ্ট্রপতির পদত্যাগকে অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক বলে বলে অভিহিত করছেন। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রপতির দলীয় চাপে পদত্যাগকে জাতীয় সংকট বলেছে। আওয়ামী লীগের সংসদীয় কমিটি রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও বাজেটে অতিরিক্ত করারোপের বিষয়গুলো তুলে ধরতে সংসদে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগের হঠাৎ সংসদে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তও রাজনৈতিক মহলে বেশ আলোড়িত করছে। দেশের রাজনীতি এখন নাটকীয় মোড় নিচ্ছে। তবে আকস্মিক রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের নেপথ্যে রয়েছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ক্ষমতার তীব্র দ্বন্দ্ব।

বঙ্গভবন থেকে বিদায় নিচ্ছেন ডা: বদরুদ্দোজা চৌধুরী

জোট সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর রাষ্ট্রপতি কে হবেন তা নিয়ে দলের মধ্যে শুরু হয় তীব্র প্রতিযোগিতা। বর্তমান অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান, অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দীন, ডা: বদরুদ্দোজা চৌধুরী নেমে পড়েন তীব্র লবিংয়ে। অবশেষে বিএনপি সর্ব মহলে গ্রহণযোগ্যতা ও ত্যাগী সিনিয়র নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কিছুটা অমত সত্ত্বেও ডা: বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে দেশের ষোলতম রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেয়ার পর সংবিধান অনুযায়ী তিনি হলেন প্রজাতন্ত্রের

সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে, জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর ডা: বদরুদ্দোজা চৌধুরী সংবিধান অনুযায়ী একটি স্বাতন্ত্র্য অবস্থান নেয়ার চেষ্টা করলেন। বঙ্গভবনকে জনস্বার্থে ব্যবহার করার উদ্যোগ নিলেন। অথচ প্রধানমন্ত্রী ও দল চাইলো রাষ্ট্রপতি হোক দলের মুখপাত্র। পূর্বসূরি আবদুর রহমান বিশ্বাসের মতো। পুতুল রাষ্ট্রপতি। এ কারণে গত কয়েক মাস প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বঙ্গভবনের মধ্যে চলেছে শীতল সম্পর্ক। সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে মাজারে তিনি ফুল দিতে যাননি। তার বাণীতে জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বলেননি। এ কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বিএনপির কট্টর পন্থিরা। তাকে সরিয়ে দেয়ার জন্য গোপনে প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

আকস্মিকভাবে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে এ কারণে সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজানো হয়। অবশেষে বিএনপির সংসদীয় কমিটির সভায় রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করতে বলা হয়। মূলত তাকে পদত্যাগের জন্য আলটিমেটাম দেয়া হয়। দলের সংসদীয় কমিটির আলটিমেটামের কারণে তিনি ২১ জুন পদত্যাগ করেন। এদিনই সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্পিকার জমির উদ্দিন সরকার।

দেশের সংবিধান বিশেষজ্ঞ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদরাও রাষ্ট্রপতির পদত্যাগকে অসাংবিধানিক বলে সমালোচনা করছেন। সংবিধানের ৪৮ (২) ধারায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন। এই সংবিধান ও অন্য কোনো আইনের দ্বারা তাকে প্রদত্ত ও তার ওপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করবেন। সংবিধানের ৫২ (১) ধারায় রাষ্ট্রপতির অভিশংসন সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যেতে পারে। এর জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাব নোটিশ স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হবে। স্পিকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হতে পারবে না। সংসদ অধিবেশন না থাকলে স্পিকার অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করবেন। ৫৩ (১) ধারায় বলা হয়েছে, শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তার পদ হতে অপসারিত করা যেতে পারে। এর জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে কথিত অসামর্থ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাব নোটিশ স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হবে। সংবিধানের ৫৪ ধারায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে ক্ষেত্রমতো রাষ্ট্রপতির নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা, অভিজ্ঞ পার্লামেন্টিরিয়ান, সংবিধান বিশেষজ্ঞ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ২০০০কে বলেন, সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের পর মুহূর্ত থেকে রাষ্ট্রপতি দেশের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে গণ্য হন। দলের রাষ্ট্রপতি থাকেন না। তিনি বলেন, সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে দলীয় চাপ দিয়ে তাকে অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক

> দেশের ক্ষমতার মেরুকরণে চলেছে বঙ্গ ভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, হাওয়া ভবনের মধ্যে অঘোষিত লড়াই। এ অঘোষিত লড়াইয়ে রাষ্ট্রপতির পরাজয় হলো। হেরে গেলেন ব্যবসায়ী ও ক্ষমতার লড়াইয়ে বিদায়ী রাষ্ট্রপতির সাংসদ ছেলে মহি বি. চৌধুরী, তারেক রহমানের কাছে

প্রক্রিয়ায় পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। সংবিধান অনুসারে দুই প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যরা রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ চাইতে পারেন। তিনি মানসিক ভারসাম্য হারালে, অপরটি সংবিধান লঙ্ঘন ও অসদাচরণজনিত কারণে ইমপিচের সংসদের অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে ইমপিচ আনতে হবে। সংসদীয় কমিটি তাকে পদত্যাগ করতে বলতে পারেন না। সংসদীয় কমিটি তাকে পদত্যাগ করতে বলায় সংবিধান লঙ্ঘিত হয়েছে। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, রাষ্ট্রপতিও পদত্যাগ করে সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন। কারণ তিনি শপথ নিয়েছেন দেশের ঐক্য, সংবিধান রক্ষা করার জন্য। অথচ সংবিধান রক্ষার চেষ্টা না করে কাপুরুষোচিতভাবে দলীয় চাপে তিনি পদত্যাগ করেছেন। সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার রোকন উদ্দীন মাহমুদ বলেন, বিএনপি সংসদীয় কমিটি যে অভিযোগ এনেছে তা দলের একজন কর্মীর বিরুদ্ধে আনা যায়, রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে নয়। সংবিধানে রাষ্ট্রপতির অবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক একেএম শহীদুল্লাহ ২০০০কে বলেন, সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজারে না যাওয়া নিয়ে বিএনপি ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, তা আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা উচিত ছিল। আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা হলে গণতন্ত্র, রাষ্ট্র ও সমাজ সবার জন্য লাভ হতো। আসলে কেউ এ বিষয়ে সমঝোতা করতে চায়নি। তবে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ খুব বেশি সমস্যার সৃষ্টি হবে বলে আমি মনে করি না।

দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তনের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার আমি কোনো সম্ভাবনা দেখি না। কারণ আমাদের দেশে ব্রিটিশ ধাঁচের সংসদীয় গণতন্ত্র এখন গড়ে ওঠেনি। গড়ে উঠেছে দেশীয়ভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র। এখানে প্রধানমন্ত্রীই একক ক্ষমতার উৎস। তিনি অনেকাংশেই রাষ্ট্রপতির শাসিত সরকারের রাষ্ট্রপতির মতো ক্ষমতা ভোগ করছেন। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ২০০০কে বলেন, বুর্জোয়া রাজনীতির ধারাবাহিকতায় দেশে চলছে নৈরাজ্য, লুটপাট, দখলদারিত্ব, ভাগবাটোয়ারা। চলছে ব্যক্তিপূজা। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ নীতিহীন রাজনীতির ফসল। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরপেক্ষ লোক হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে রাষ্ট্রপতি করেন। এক বছর পার না হতেই রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর টানাপড়েন শুরু হয়। এ টানাপড়েন নিয়ে বাইরে কথা থাকলেও আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যে কথা বলেনি। সংবিধান অনুসারে প্রতিটি বিদেশ সফর শেষে শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বঙ্গভবনে গিয়ে দেখা করে এসেছেন। টানাপড়েনের মধ্যেই সাহাবুদ্দীন আহমদ পাঁচ বছর টিকেছিলেন। জনমনে এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, এমন কি হলো, মাত্র সাত মাসের মাথায় রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করতে হলো। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিএনপির ঊর্ধ্বতন কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলাপে বেরিয়ে এসেছে নেপথ্যের কথা । কারণ বর্তমানে বিএনপির মধ্যে চলছে তীব্র লড়াই। কোণঠাসা উদারপন্থিরা। ডা: বদরুদ্দোজা চৌধুরী উদারপন্থি বলে পরিচিত। এ কারণে কট্টরপন্থিরা জিয়াউর রহমানের মাজারে রাষ্ট্রপতির না যাওয়াকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করেছে। ক্ষেপিয়ে তুলেছে তরুণ সাংসদদের। দেশের ক্ষমতার মেরুকরণে চলছে হাওয়া ভবন, প্রধানমন্ত্রীর

কার্যালয়, বঙ্গ ভবনের মধ্যে চলছিল অঘোষিত লড়াই। বিএনপিপন্থিরা মনে করছে এ অঘোষিত লড়াইয়ে রাষ্ট্রপতির পরাজয় হলো। হেরে গেলেন ব্যবসায়ী ও ক্ষমতার লড়াইয়ে রাষ্ট্রপতির সাংসদ ছেলে মহি বি. চৌধুরী, তারেক রহমানের কাছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীও সম্প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন ডা: বদরুদ্দোজা চৌধুরীর ওপর। কারণ সম্প্রতি ডা: বদরুদ্দোজা চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর অনেক সিদ্ধান্ত বিষয়ে নাক গলিয়েছেন। অতীতের মতো তিনি তার কাজে নাক গলানো সহ্য করেননি। প্রধানমন্ত্রী বিদেশ থেকে ফিরে সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেননি।

আগামীতে কে রাষ্ট্রপতি হবেন তা নিয়ে দলে চলছে তোলপাড়। তবে স্পিকার জমির উদ্দীন সরকারকে আগামীতে রাষ্ট্রপতি করা হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে তার সখ্যতা অনেক ভালো। বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মতো তিনি স্বাতন্ত্র্যবাদী নন। তবে কট্টরপন্থিরা চাচ্ছেন আব্দুল মতিন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি করতে। জামায়াত তাকে নিয়ে বেশ সক্রিয়। তবে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নাম আলোচিত হচ্ছে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য আর এ গনি, খন্দকার মাহবুব উদ্দীনের।

সরকারে পদ্ধতি নিয়েও বিএনপির মধ্যে তীব্র মতভেদ রয়েছে। বিএনপির একটি অংশ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ফিরে যেতে যাচ্ছে। তারা শ্রীলংকার মডেলকে সামনে নিয়ে আসতে চায়। অপর অংশ কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে ভয় পাচ্ছে। তারা চায় মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার থাক। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার থাকলে ক্ষমতা পরিবারের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হবে না। দলের নেতা কর্মীদের কিছুটা হলেও মূল্যায়ন করা হবে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে সরকার কাঠামোর প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে।

রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের পর সংসদীয় ব্যবস্থা অকার্যকর ও আওয়ামী লীগের সংসদের অনুপস্থিতির ধোঁয়া তুলে ক্ষমতাসীন জোট যাতে সংবিধান পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে যেতে না পারে এ কারণে আওয়ামী লীগ তড়িঘড়ি করে সংসদে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে অনেকে মতপোষণ করেছে।

পদত্যাগের পর ডা: বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেছেন, দলের প্রতি তার রয়েছে গভীর আনুগত্য। জিয়াউর রহমানকে তিনি ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। তিনি নিরপেক্ষ নয়। তিনি দুঃখ করেছেন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেয়ায়। বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব। বিএনপিকে আজকে এ পর্যায়ে নিয়ে আসতে তার রয়েছে অক্লান্ত শ্রম। নির্বাচনের পূর্বে দলকে জয়ী করতে নিরলস খেটেছেন। তার উপস্থাপনায় সাবাস বাংলাদেশ নির্বাচনের পূর্বে তীব্র আলোড়ন তুলেছিল। তিনি দলের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ব্যক্তি বদরুদ্দোজা চৌধুরী ছিলেন বিএনপির নেতা, সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। দল, মত, ব্যক্তির ঊর্ধ্বে নিরপেক্ষ। সংবিধান রক্ষার্থে নিরপেক্ষ হতে গিয়েই তিনি পদ হারালেন। তার আকস্মিক পদত্যাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার কাঠামো ও সংসদীয় গণতন্ত্রকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কারণ আগামীতে দেশের নয়, দলের রাষ্ট্রপতি হতে হবে। তার পক্ষে কি সম্ভব হবে নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা? তবে দেশ, গণতন্ত্রের স্বার্থে রাষ্ট্রপতিকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। ভারতে কট্টর বিজেপি সরকার সকলের কাছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আব্দুল কালামকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করছে। গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার স্বার্থে। আকস্মিক সেনাবাহিনীর প্রধানকে অপসারণ, রাষ্ট্রপতির পদ থেকে বদরুদ্দোজা চৌধুরীর পদত্যাগ ও আওয়ামী লীগের সংসদে যাওয়া নিয়ে পর্যবেক্ষক মহল হিসাব কষছে। অনেকেই আরো নাটকীয় ঘটনা ঘটতে পারে বলে মনে করছেন।

কমিশনার গ্রেপ্তার নাটক

লিখেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

আগাম আটকাদেশের আওতায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দুই কমিশনারকে ১৯ জুন নগর ভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ দিন ৪ জন কমিশনারকে মেয়র সাদেক হোসেন খোকা নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে শপথবাক্য পাঠ করান। মেয়র কক্ষ ত্যাগ করার পরপরই গোয়েন্দা পুলিশ সম্মেলন কক্ষে ঢুকে ৪৩ নং ওয়ার্ড কমিশনার আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হাশেম হাসু এবং ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার বিএনপি নেতা কেএম আহমেদ রাজুকে গ্রেপ্তার করে।

আবুল হাশেম

কে এম আহমেদ রাজু

গ্রেপ্তার হওয়ার পর ২ কমিশনারের মধ্যে কোনো শঙ্কার ভাব লক্ষ্য করা যায়নি। তারা হাসিমুখে পুলিশের সঙ্গে চলে যান। তারা আগে থেকেই জানতেন তাদের শপথগ্রহণের পর গ্রেপ্তার করা হবে। কিছুদিন জেলে থাকতে হবে, তারপর জামিন নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে আসবেন। পুলিশও এমন চার্জশিট দেবে তাদের বিরুদ্ধে, কোনো অভিযোগেরই প্রমাণ থাকবে না তাতে। পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে কিছুদিন জেলে থেকে মুক্ত হয়ে আসাই তারা ভালো মনে করে ধরা দিলেন। এর আগেও প্রায় একইভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো মোহাম্মদপুর ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার সলিমুল্লাহ সলু, খিলগাঁও ২৪ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার নেছার উদ্দিন কাজল এবং মিরপুর ৫ নং ওয়ার্ডের আব্দুর রউফ নান্নুকে। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত দু'জন হাইকোর্টের নির্দেশে ইতিমধ্যেই বেরিয়ে এসেছেন।

গত ২৫ এপ্রিল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আগে ঢাকা সিটির ১৮ জন কমিশনার প্রার্থীর বিরুদ্ধে আগাম আটকাদেশ

রেল অ্যাক্ট সংশোধনের সিদ্ধান্ত

রেলযোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে মাদকদ্রব্যসহ চোরাই মালামাল পরিবহন বন্ধের লক্ষ্যে বিশেষ প্রতিরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। ১৮ জুন রেলভবন সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর অনুষ্ঠিত বিশেষ পর্যালোচনা সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের জেনারেল ম্যানেজার একেএম রেজাউল করিম, রেলওয়ে রেঞ্জের পুলিশের ডিআইজি আলী ইমাম চৌধুরী, রেলওয়ের যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন) সুলতান আহমেদ তালুকদার, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের প্রধান এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

রেলওয়ের মহাপরিচালক জনগণকে রেলে ভ্রমণ ও মালামাল পরিবহনে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। সভায় যাত্রী ট্রেন পরিচালনায় চেইন টেনে ট্রেন থামানো, চোরাই মালামাল বহন, বিনা টিকেটে ভ্রমণ ও হকারদের অনুপ্রবেশ– এই চারটি বিষয়কে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। চোরাই মালামাল বহন বন্ধে পূর্বাঞ্চলের রাজাপুর, আজমপুর, মুকুন্দপুর, শশীদল, মন্দাভাগ ও আখাউড়া এবং পশ্চিমাঞ্চলের পোড়াদহ ও ইশ্বরদী স্টেশনে রেলওয়ে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর টহলদারি কার্যক্রম বৃদ্ধিসহ রাতে এসব স্টেশনের আউটারে ট্রেন থামানোর ঘটনা বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এছাড়া চিহ্নিত ট্রেনসমূহে রেল পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী ও রেল কর্মীদের যৌথ ঝটিকা অভিযান পরিচালনাসহ স্টেশনে অবৈধ হকার অনুপ্রবেশ বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। চিহ্নিত ট্রেনসমূহ প্রান্তিক স্টেশন থেকে ছাড়ার পর প্রতিটি যাত্রীবগি তালাবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা প্রবর্তনেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিনা টিকেটে ভ্রমণ, চেইন টেনে থামানো এবং ছাদে অবৈধ ভ্রমণের মতো অপরাধের জন্য প্রয়োজনীয় শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে রেলওয়ে অ্যাক্টের সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার পক্ষে সভায় সিদ্ধান্ত হয়। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন, পর্যালোচনার জন্য এখন থেকে প্রতি ২ মাস অন্তর রেলওয়ের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

রেলওয়ের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে চলছে সভা

দেয়া হয়। এদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচনে জয়লাভ করেন।

নির্বাচিত এই ৫ কমিশনার আটকাদেশের কারণে গ্রেপ্তার এড়াতে নির্ধারিত দিনে শপথ নিতে আসেননি। ১৯ জুন তাদের শপথবাক্য পাঠ করানোর ৩ দিন আগে সিটি কর্পোরেশন থেকে চিঠি দেয়া হয়।

ঐ দিন বেলা ১২টায় নির্ধারিত সময়ে আবুল হাসেম হাসু, সলিমুল্লাহ সলু, নেছার উদ্দিন কাজল এবং কেএম আহমেদ রাজু নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে আসেন। এর কয়েক ঘন্টা আগ থেকেই গোয়েন্দা পুলিশ সম্মেলন কক্ষের দরজার কাছে অবস্থান নেয়। তাদের উপস্থিতিতেই বেলা ১টায় এই ৪ জনকে মেয়র সাদেক হোসেন খোকা শপথ পড়ান। মেয়র সম্মেলন কক্ষ ত্যাগ করার পরপরই গোয়েন্দা পুলিশের এডিসি রুহুল আমিন তার দল নিয়ে সম্মেলন কক্ষে ঢুকে আবুল হাশেম এবং

> এরা পালিয়ে ছিলো বলে এতোদিন গ্রেপ্তার করা যায়নি। কিন্তু এরা নির্বাচনের সময় জনসংযোগ করেছে। পুলিশের নাকের ডগায় ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু পুলিশ বলছে খুঁজে পাওয়া যায়নি

কেএম আহমেদ রাজুকে বলেন, আপনাদের আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। স্বাভাবিক এবং হাসিমুখেই তারা ২ জন বাইরে এসে পুলিশের গাড়িতে ওঠেন। এদের চলে যাওয়ার পর উপস্থিত অনেকে বলেন, পুলিশের উপস্থিতিতে আগাম আটকাদেশপ্রাপ্তদের শপথবাক্য পাঠ অনুষ্ঠানটি এবং এরপর গ্রেপ্তার, সবকিছুই ছিলো পূর্ব পরিকল্পিত।

গ্রেপ্তারের পর গোয়েন্দা পুলিশ বলেছে, এরা পালিয়ে ছিলো বলে এতোদিন গ্রেপ্তার করা যায়নি। কিন্তু এরা নির্বাচনের সময় জনসংযোগ করেছে। পুলিশের নাকের ডগায় ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু পুলিশ বলছে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রকৃত পক্ষে ৫৪ ধারায় আটকাদেশ জারি করলেও সরকারও চায়নি, এরা গ্রেপ্তার হয়নি। এর বড় উদাহরণ হচ্ছে এই ৫ জনের মধ্যে দু'জন সরকারি দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে বিজয়ী হয়েছেন। একদিকে সরকার ডিটেনশন জারি করছে, অন্যদিকে তাদেরই আবার দলের প্রার্থী হিসেবে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে। এমন নির্মম রসিকতা শুধু বাংলাদেশের রাজনীতিকরাই সম্ভবত করতে সক্ষম।

ঢাবি সম্মেলন

নেতৃত্বহীন ছাত্রলীগ

সংগঠনের শীর্ষ দুই কর্ণধারের অনুপস্থিতিতে বড় দুঃসময় অতিক্রম করছেন ছাত্রলীগের কর্মীরা। সুনির্দিষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা ছাড়া গন্তব্যহীনভাবে চলছে সাংগঠনিক কার্যক্রম। ছাত্রলীগের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সভাপতি লিয়াকত শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুকে মুক্ত করার জন্য জোরালো কোনো দেইনি, হয়তো এটাই আমাদের অপরাধ। আমরা আমাদের নিজস্ব অবস্থানে থেকে (ক্যাম্পাসে) প্রহসনের নির্বাচনের প্রতিবাদ করেছি। ছাত্রদলের হাতে মার খেয়েছি, তবুও ক্যাম্পাস ছাড়িনি। অথচ ক্ষমতার পাঁচ বছর চরম দাপটে থাকা রথি-মহারথিরা রাতের অন্ধকারে ক্যাম্পাস ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলো।'

কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯০ জনের মধ্যে

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী দেলোয়ার, দেবাশীষ, বিপ্লব

পদক্ষেপ নিচ্ছে না বর্তমানের দায়িত্বপ্রাপ্তরা। লিয়াকত-বাবু'র অনুপস্থিতিতে তাদের অনুসারী ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের অবস্থা আরো শোচনীয়। বিশেষ করে লিয়াকত শিকদারের অনুসারীদের ক্ষেত্রে এ কথাটি প্রযোজ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস রাজনীতি থেকে উঠে আসা লিয়াকত শিকদারের ক্যাম্পাসে রয়েছে প্রচুর সংখ্যক নেতা-কর্মী। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকয়টি হল শাখায় সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির মতো এখানেও তাদের স্থান হয়নি। আগামী ৮ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সম্মেলন। অপরদিকে মহানগরের কোনো থানা শাখায় এখনও সম্মেলন হয়নি। এজন্যই বাবুর অনুসারী ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এখনও আশায় বুক বেঁধে আছেন।

গত ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর যারা ক্যাম্পাসে এসে কান্ডারীবিহীন ছাত্রলীগের একই সঙ্গে মাঝি ও যাত্রীর ভূমিকা পালন করেছিলেন, সবচেয়ে বেশি হতাশার মধ্যে আছেন সেই ২৫/৩০ জনই। দু'একজন ব্যতীত কেউই ওকে (ওয়ায়দুল কাদের) কমিশনের করা ছাত্রলীগের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ১৯০ জনের কমিটিতে স্থান পাননি। হল কমিটিগুলোতেও তাদের ঠাঁই হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তাদেরই একজন কমিটিতে স্থান পাওয়া সম্পর্কে বলেন, '১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর আমরা কোনো নেতার ড্রইংরুমে গিয়ে সমবেত হয়নি কিংবা হাজিরা লিয়াকত-বাবু'র ঘনিষ্ঠজনের মধ্যে মাত্র ৫/৬ জন রয়েছে। নির্বাচিত কমিটি যাতে সফল হতে না পারে সেজন্যই কিছু মহল এই চক্রান্ত চালাচ্ছে বলে অনেকে মনে করেন। কারণ সরাসরি নির্বাচন হওয়ায় ঐ মহলগুলোর সমর্থক নেতারা ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আসতে পারেনি। এসব ষড়যন্ত্রের কারণে মহানগরের কোনো নেতা-কর্মী সংগঠনের মিছিল-সমাবেশে আসেন না। ১৯০ জনের বিশাল কমিটির ২০ জনকেও ক্যাম্পাসের মিছিল-সমাবেশে দেখা যায় না। অথচ নির্বাচনের পর ৩ অক্টোবর যারা ক্যাম্পাসে মিছিল করেছিলো, ঘুরে ফিরে সেই ২৫/৩০ জনকেই মিছিলে দেখা যায়। অথচ কিছুদিন আগেও হল সম্মেলনগুলোতে তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বেগ শাহীন জাহান ও সাধারণ সম্পাদক একেএম আজিমের বিরুদ্ধে উপঢৌকনের বিনিময়ে হল কমিটিগুলোর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করার অভিযোগ উঠেছে। সম্মেলনের জন্য গঠিত 'হাউস'-এর তোপের মুখে তারা এফএইচ হলের কমিটি ঘোষণা দিতে বাধ্য হন। পরে নিজেদের সুবিধার জন্য শাহীন-আজিম একক সিদ্ধান্তে ডাকসু ভবন থেকে পরিবর্তন করে সম্মেলন স্থল নিয়ে যান বঙ্গবন্ধু এভিনিউর পার্টি অফিসে। কিন্তু সেখানেও সুবিধা করতে না পেরে আওয়ামী লীগের ধানমন্ডির ১২ নম্বর নির্বাচনী অফিসে গিয়ে একক সিদ্ধান্তে হলগুলোর

কমিটি ঘোষণা করেন। জিয়াউর রহমান হলের কমিটি করার সময় পুরো হাউস একদিকে অবস্থান নিলে তারা দু'জন সিগারেট খাওয়ার কথা বলে পালিয়ে যান। পরে ১২ নম্বর থেকে ঘোষিত জিয়া হলের কমিটিতে শীর্ষ পদে বেগ শাহীন প্রভাব ঘাটিয়ে একজন শিবিরকর্মীকে নিয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। পরের দিন একই স্টাইলে বের হতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু হলের কমিটি করার সময় তারা দু'জন কর্মীদের হাতে প্রহৃত হন। এদিকে বঙ্গবন্ধু হলের কমিটিতে একেএস আজিমের পর্ন ছবির নায়ক ছাত্রলীগ নেতা রোকনের এক প্রত্যক্ষ সহযোগী। এরপর থেকে তারা ১২ নম্বরে বসেই ছাত্রলীগের কিছু সাবেক নেতার সহায়তায় বাকি হলগুলোর কমিটি প্রেস রিলিজের মাধ্যমে ঘোষণা করেন। ফলে তারা এখন ভয়ে ক্যাম্পাসেও যান না। তাদের দ্বারা গঠিত হল কমিটির অধিকাংশ নেতৃবৃন্দও ক্যাম্পাসে যেতে পারেন না।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মেলনও ঘনিয়ে আসছে। এ নিয়ে চলছে জোর লবিং-গ্রুপিং। সংগঠনের ঢা.বি শাখার শীর্ষ পদ দুটি দখলের লড়াইয়ে এগিয়ে আছেন সভাপতি পদে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, সহসভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বিপ্লব, কেন্দ্রীয় সদস্য মৃধা মোঃ শাজাহান ইসলাম কচি, বিপুল সরকার, বিপ্লব সরকার, মনির হোসেন। সাধারণ সম্পাদক পদের লড়াইয়ে নেমেছেন কেন্দ্রীয় সদস্য সাইফুন্নবী সাগর, হেমায়েত উদ্দিন হিমু, দেবাশীষ রায়, পঙ্কজ সাহা, জয়নাল আবেদীন জয়, মোঃ জামাল উদ্দিন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র। বর্তমান ছাত্রলীগ ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা দুর্যোগময় পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে। সারা দেশে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ওপর চলছে জুলুম-নির্যাতন। অর্ধশতাধিক ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী নির্বাচনোত্তর প্রাণ হারিয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ সারা দেশে সহস্রাধিক ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী জেলে। এমন অবস্থায় ম্রিয়মাণ সংগঠনের কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের যোগ্য নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্ব নির্বাচনে মেধাবী, জনপ্রিয়, দক্ষ নেতৃত্বের অধিকারীকেই আঞ্চলিকতা ও গ্রুপিং-এর উর্ধ্বে উঠে বেছে নিতে হবে।

অদিত্য রায়হান

যশোর-খুলনা: অতি বর্ষণ

৪০০ কোটি টাকার ক্ষতি

কেশবপুর উপজেলার গৌরিঘোনা গ্রামের সদ্য বিবাহিত যুবক রাশেদুল উৎফুল্ল। নববধূর পাশাপাশি ২ বিঘা জমিতে তৈরি করা চিংড়ি মাছের ঘেরটি তার উৎফুল্লতার অন্যতম কারণ। অনেকটা শেষ সম্বল ঐ ঘেরে সে চাষ করেছিলো সাদা সোনা হিসাবে পরিচিত চিংড়ি মাছ। যার সফল উৎপাদন ভাগ্য বদলে দিতে পারে তার। রাশেদুলের মনেও সে স্বপ্ন ছিলো। কিন্তু ১২ ও ১৩ জুন অবিরাম বৃষ্টি শুরু হলে তার সে স্বপ্নে চিড় ধরে। মুষলধারের বৃষ্টি উপেক্ষা করে ঘেরের কাছে গিয়ে যখন দেখে তার ঘের আর 'ঘেরা' নেই, একাকার হয়ে গেছে বিশাল জলরাশিতে, তখন সে হতভম্ব হয়ে যায়। অনেকটা মাথায় বজ্র পড়ার উপক্রম হয়। নির্বাক বাড়ি ফিরে আসে। মনোকষ্টে বৃহস্পতিবার সারা দিন অনাহারে কাটায়। তারপর হত বিহ্বল রাশেদুল সন্ধ্যার পর সবার অজান্তে কীটনাশক পান করে আত্মহত্যা করে অব্যক্ত বেদনার অবসান ঘটায়। কান্নার রোল ওঠে তার পরিবারে।

খুলনা বিভাগের ৪ জেলা যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটের নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত হাজার হাজার পরিবারে এখন ঠিক এ অবস্থাই বিরাজ করছে। কান্নার রোল উঠছে। অথবা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হা-হুতাশে ভারি হয়ে উঠছে বাতাস। স্বজনহারা রাশিদুলের পরিবারের লোকজন যেমন হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে ঠিক তেমনি আয়ের বা জীবন ধারণের একমাত্র উৎস মাছের ঘের ভেসে যাওয়ায় তাদেরও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বৃহত্তর খুলনা ও যশোর অঞ্চলের বিশাল এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরে চিংড়িসহ বিভিন্ন ধরনের মাছের চাষ করে লাখ লাখ মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এর মধ্যে শুধু বৃহত্তর খুলনাতেই রয়েছে প্রায় ৪০ হাজার চিংড়ি ঘের। এ সমস্ত ঘেরে উৎপাদিত চিংড়ি রপ্তানি করে চাষীরা কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করে থাকেন। কিন্তু চিংড়ি ঘেরে ভাইরাস লাগায় এ বছর চাষীরা কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হন। কিন্তু এরপরও যে সমস্ত ঘের ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলো তা থেকে কিছুটা হলেও ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার আশায় ছিলেন তারা। কিন্তু ১২ ও ১৩ জুনের অবিরাম বর্ষণে তাদের সে স্বপ্ন মাটি হয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঐ দু'দিনে খুলনা অঞ্চলে মোট ৩১১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়। গত ১৪ বছরের মধ্যে যা ছিলো রেকর্ড পরিমাণ। প্রবল এই বর্ষণের ফলে খুলনার পাইকগাছা, দাকোপ, কয়রা, চটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া, বাগেরহাটের রামপাল, মংলা, মোল্লাহাট, ফকিরহাট, কচুয়া ও চিতলমারি এবং সাতক্ষীরা জেলার তালা, আশাশুনি, দেবহাটা, কালীগঞ্জ এবং শ্যামনগর উপজেলার অধিকাংশ চিংড়ি ঘের ও পুকুর ভেসে যায়। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী এতে অন্তত ৪শ' কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ হিসাব চিংড়ি চাষীদের। এ ছাড়াও অন্যান্য সাদা মাছ ও ফসলেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেই সঙ্গে লাখ লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে।

অতি বর্ষণের পর যশোরের কেশবপুর, মনিরামপুর, অভয়নগর ও খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এ সমস্ত এলাকাতেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অন্তত ৬ লাখ মানুষ আটকা পড়েছে যশোরের মরণ ফাঁদ ওয়াপদা বাঁধের কারণে। এলাকাবাসী বলেছেন, ওয়াপদা বাঁধের কারণে এলাকার বিল ও নিম্নাঞ্চল একাকার হয়ে গেছে। যতদূর চোখ যায়, দেখা যায় শুধু পানি আর পানি। মনে হয় দীর্ঘ দিনের জমে থাকা অথৈ জলরাশি। তার মানে সামান্য মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মাছের ঘের। যা নিয়ে দু'চোখে স্বপ্ন ছিলো চাষীদের। এখন সে চোখ দিয়ে ঝরছে নোনা জল। অভয়নগরের বিল বোকড়া, পায়রা, বেদভিটা, কোটা, চালশা আর খুলনার ডুমুরিয়ার বিল ডাকাতিয়া সংলগ্ন এলাকা অথৈ পানিতে একাকার হয়ে গেছে। এ এলাকার বরুণা গ্রামের সিদ্দিকুর রহমান বলেন, এ অঞ্চলের প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ মাছ চাষ করেই জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। অকস্মাৎ বন্যায় এবার তাদের সব শেষ হয়ে গেছে। দীর্ঘ ২ যুগ ধরে তারা জলাবদ্ধতার শিকার হলেও এর হাত থেকে তারা রেহাই পাচ্ছে না। অভয়নগর- কেশবপুরের জলাবদ্ধ এলাকাবাসী বলেছেন, তারা ওয়াপদার ভুল সিদ্ধান্তের শিকার। তারা জলাবদ্ধতা নিরসনে একেক সময় একেক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। কখনো স্লুইস গেট, কখনো ব্রিজ আবার কখনো বেড়িবাঁধ নির্মাণের কথা বলছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাদের দেয়া বাঁধ ভেঙে মাঠে লোনা পানি ঢুকে পড়েছে। অথৈ জলে তলিয়ে গেছে সীমানা নির্ধারণী বাঁধ। কেশবপুরের ভবদাহে দেয়া বাঁধের গেট দিয়ে ঐ অঞ্চলের বিলের পানি শ্রীনদী ও ভদ্রানদী দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার কথা। সে লক্ষ্য নিয়েই ওয়াপদার কর্তারা ভবদাহে বাঁধ দিয়েছিলেন। কিন্তু জোয়ার-ভাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিলে পলি জমতে পারেনি। জমেছে বাঁধের মুখে। যে কারণে বিলের পরিবর্তে নদীর তলদেশই এখন বেশি উঁচু হয়ে গেছে। গেটের কাছে বিলের চেয়ে নদীর পানি প্রায় ৩ ফুট উঁচু। ফলে বিল নয়, গেট খুলে দিলে উল্টো নদীর পানি বিলে প্রবেশ করবে। অতি বৃষ্টির কারণে যদি ঐ নদীর পানি বাঁধ টপকিয়ে বিলে প্রবেশ করে তাহলে বর্তমান অবস্থা আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। কিন্তু এরপরও এলাকাবাসী চায় ওয়াপদা বাঁধ গুঁড়িয়ে দেয়া হোক। তাতে ভয়াবহ ক্ষতি হলেও অন্তত এক সময় এ অঞ্চলের মানুষ বারবার চরম দুর্ভোগের শিকার থেকে রক্ষা পাবে। নদীর সঙ্গে বিলের সরাসরি যোগাযোগ হলে জোয়ার-ভাটায় বয়ে আসা পলি জমে বিলের তলদেশ ভরাট হয়ে যাবে এবং এক সময় এ জলাবদ্ধতার অবসান ঘটবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের এ ফর্মুলা নাকি মানে না ওয়াপদার কর্তারা।

মামুন রহমান *যশোর থেকে*